সাংবাদিক ও নিউজ প্রেজেন্টার

সময়ের সঙ্গে পথচলা

● **আহমেদ বায়েজীদ**

প্রথাগত ডিগ্রি আর ক্যারিয়ার নির্মাণের চিরাচরিত পথ থেকে আজকাল সরে আসছে অনেক প্রতিভাবান তরুণ। এখন অনেক তরুণ আগ্রহী হচ্ছে ব্যতিক্রমী কোনো পথে ক্যারিয়ার গড়তে। আর ব্যতিক্রমী পথ বলতে প্রথমেই আসে সৃজনশীল পেশার কথা। যেখানে নিজের যোগ্যতা আর দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে তৈরি হবে উন্নত ক্যারিয়ার। বিভিন্ন সৃজনশীল পেশার মধ্যে এই সময়ে তরুণদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা হচ্ছে গণমাধ্যম। গণমাধ্যমে সাংবাদিকতা ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পদে তরুণদের জন্য রয়েছে সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ। বর্তমান বিশ্বে এই পেশার সামাজিক মর্যাদাও অন্য যে কোনো পেশার চেয়ে বেশি। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ক্যারিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে যে তিনটি বিষয়ে তরুণদের আগ্রহ বেশি লক্ষ্য করা যায় সেগুলো হলো প্রতিবেদক বা রিপোর্টার, সংবাদ পাঠক ও অনুষ্ঠান উপস্থাপক। এক সময় এসব পেশায় অনেকে শখের বশে এলেও বর্তমান সময়ে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ পেশা হিসেবে স্বীকৃত। উচ্চশিক্ষিত মেধাবীরা আসার ফলে বর্তমানে এসব পেশায় যোগ হচ্ছে নিত্যনতুন বৈচিত্র্য। তরুণদের মেধা আর উদ্যমতা কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাই মুখিয়ে থাকে নামী-দামি মিডিয়া হাউসগুলো। ফলে তৈরি হয় নতুন নতুন কাজের সুযোগ।

রিপোর্টার হতে হলে : বর্তমান সময়ের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং পেশাগুলোর একটি নিউজ রিপোর্টার বা সংবাদ প্রতিবেদক। দেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় রিপোর্টার হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে এ প্রজন্মের তরুণদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা একদিকে যেমন উপভোগ্য আর চ্যালেঞ্জিং, অন্যদিকে এই পেশায় আর্থিক সুযোগ-সুবিধাও বেশ ভালো। আমাদের দেশে বর্তমানে প্রায় ২৬টি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল এবং প্রথম সারির প্রায় সমসংখ্যক সংবাদপত্র রয়েছে। অনুমোদন পেয়ে বাজারে আসার অপেক্ষায় রয়েছে আরো বেশ কিছু চ্যানেল ও পত্রিকা। এছাড়া বেশ কিছু এফএম রেডিও রয়েছে, যারা নিয়মিত সংবাদ প্রচার করে। অধুনা এ ধারায় যুক্ত হয়েছে অনলাইন প্রকাশনা। এসব মাধ্যমের সংবাদ বিভাগের জন্য দরকার পড়ছে রিপোর্টারের। রিপোর্টারদের বলা হয় সংবাদ মাধ্যমের প্রাণ। দর্শকের চাহিদা মেটাতে এসব রিপোর্টার নানা সূত্র থেকে সংবাদ, মতামত, সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করে এবং সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত থেকে প্রতিবেদন তৈরি করে প্রতিদিন পরিবেশন করে দর্শক কিংবা পাঠকদের সামনে। প্রতিটি সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলের তাই দরকার একঝাঁক উদ্যমী ও পরিশ্রমী রিপোর্টার। সাধারণত শিক্ষানবিশ পদ থেকে শুরু হয় রিপোর্টারের চাকরি। এরপর পর্যায়ক্রমে স্টাফ রিপোর্টার, সিনিয়র রিপোর্টার, স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট বা বিশেষ প্রতিনিধি এবং সর্বশেষ চিফ রিপোর্টার বা প্রধান প্রতিবেদক। ভালো কিংবা মন্দ কাজের জন্য চিফ রিপোর্টারের কাছে সব রিপোর্টারকে জবাবদিহি করতে হয়।

সাংবাদিকতার পড়াশোনা ও কাজের ক্ষেত্র : দেশের সবগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে পড়ানো হয়। বেশ কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ও এখন সাংবাদিকতা বিষয় চালু করেছে। পাবলিক কিংবা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে আজকাল অনেক তরুণ সাংবাদিকতা পেশায় আসছে। সাংবাদিকতার জন্য এ বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি থাকতে হবে

এমন কোনো শর্ত নেই, নেই কোনো বাধ্যবাধকতা। তবে পেশাগত জীবনে উন্নতির জন্য অবশ্যই এ বিষয়ে পড়াশোনা থাকলে তা বাড়তি সুবিধা হিসেবে কাজ দেয়। সংবাদ মাধ্যমগুলোও সাংবাদিকতার ওপর ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রিপোর্টার পদের জন্য লোক বাছাই করছে। তাছাড়া আজকাল দেশে শীর্ষস্থানীয় কিছু মিডিয়া সাংবাদিকতায় ডিগ্রিধারী ছাড়া কর্মী নিয়োগ দিচ্ছে না।

সাংবাদিকতা পেশায় নতুনদের কাজ শুরু করার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক ক্ষেত্র হচ্ছে প্রিন্ট মিডিয়া বা বিভিন্ন দৈনিক/সাপ্তাহিক পত্রিকা। আর্থিক সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলক কম হলেও প্রিন্ট মিডিয়ায় কাজ শেখা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অনেকটা বিস্তৃত পরিসরে কাজ করা যায়। টিভি বা রেডিও চ্যানেলে কাজের ক্ষেত্রে সংবাদ বা সংবাদ বিষয়ক জ্ঞান ছাড়াও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিষয়ক কিছু বাড়তি জ্ঞানের দরকার হয়। পত্রিকার থেকে এখানে কাজের ধরনটাও পুরোপুরি আলাদা। 'সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন' মূলত এই একই কাজ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সম্পূর্ণ আলাদা পদ্ধতিতে করতে হয়। তাই প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রথমে কাজ করে সংবাদ বিষয়ক মৌলিক জ্ঞান নিয়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যোগদান করলে দ্রুতই কাজের সঙ্গে মানিয়ে নেয়া যায়। সে ক্ষেত্রে শুরুতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির কোনো পত্রিকায় কাজ শুরু করা যেতে পারে। এরপর আস্তে আস্তে সাংবাদিকতার কলাকৌশল শিখতে পারলে বড় প্রতিষ্ঠানে সুযোগ করে নেয়া যায়। অনেক শীর্ষ সারির পত্রিকা অবশ্য নতুনদের শিক্ষানবিশ হিসেবে সুযোগ দিয়ে থাকে। পত্রিকার ফিচার বিভাগে কন্ট্রিবিউটর হিসেবেও অনেকে ছাত্রজীবন থেকেই যুক্ত হয়ে লেখালেখি করে। কন্ট্রিবিউটররা চাকরি না করেও তাই পত্রিকার বিভিন্ন ফিচার পাতায় লিখে ভালো উপার্জন করতে পারে। এছাড়া কন্ট্রিবিউটর হিসেবে অভিজ্ঞতা থাকলে যে কোনো পত্রিকা তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করে। আর যেসব তরুণ মফস্বল শহরে পড়ালেখা করে ঢাকামুখী হয়, তাদের জন্য মফস্বলের ছোটখাটো পত্রিকায় কাজ করে আসার অভিজ্ঞতা থাকলে তা কাজে লাগে। মোট কথা পুরোপুরি পেশাদার হওয়ার আগে সাংবাদিকতার কাজে যে কোনোভাবে হাত পাকিয়ে নেয়া ভালো। এই যোগ্যতা পেশাজীবনে উন্নতির জন্য সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়।

নিউজ রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ : সাংবাদিকতার ওপর পড়াশোনা ছাড়াও বেসরকারিভাবে প্রশিক্ষণ নিয়েও রিপোর্টিং পেশায় আসার সুযোগ রয়েছে। স্নাতক বা স্নাতক ডিগ্রিধারী যে কোনো আগ্রহী তরুণ স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে রিপোর্টার পদে যোগ দিতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান রিপোর্টারের জন্য ২ থেকে ছয় মাস কিংবা এক বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম হলো জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (NIMCO) এবং প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ বা পিআইবি। নিমকো প্রতিবছর দুই থেকে তিনটি ব্যাচে নিউজ রিপোর্টিংয়ের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। নিজস্ব দক্ষ শিক্ষক ছাড়াও দেশের অনেক প্রথিতযশা সাংবাদিক এখানে সাংবাদিকতার ওপর ক্লাস নিয়ে থাকেন। নিমকোর প্রশিক্ষণ সুযোগ-সুবিধাও বেশ ভালো। এখানে রয়েছে নিজস্ব টিভি স্টুডিও, রেডিও স্টুডিও, রেডিও-টিভি ল্যাব, ডিজিটাল ল্যাব, ফিল্ম এডিটিং, ফিল্ম প্রজেকশনসহ বিভিন্ন আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। প্রশিক্ষণার্থীদের এসব স্টুডিও ও ল্যাবে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানে মেয়াদ অনুযায়ী কোর্স ফি ৪ থেকে ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক। স্নাতক পাস যে কেউ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারে। ঠিকানা– ১২৪/এ, দারুস সালাম, ঢাকা-১২১৬, ফোন : ৯০০২৩৪৬।

এছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে আরো কিছু প্রতিষ্ঠান নিউজ রিপোর্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– জবস এ ওয়ান ডট কম, বসুন্ধরা সিটি, পান্থপথ, ঢাকা। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মিডিয়া (বিজেম), কারওয়ান বাজার, ঢাকা। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব স্টাডিজ অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স, ২৫৭/৮, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। সেন্টার ফর অ্যাডভান্স মিডিয়া, বাংলামোটর, ঢাকা। বাংলাদেশ মিডিয়া ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (বিএমটিআই), ৩৮ ইস্কাটন রোড, ঢাকা। এসব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। প্রথম আলো জবস চলতি মাসে ষষ্ঠবারের মতো আয়োজন করেছে মাসব্যাপী রেডিও-টিভির সংবাদ এবং অনুষ্ঠান উপস্থাপনার প্রশিক্ষণ কর্মশালা। দেশবরেণ্য সংবাদ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপন প্রশিক্ষক হিসেবে থাকছেন।

সংবাদ পাঠ ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনা : একসময় ধনী ও অভিজাত পরিবারের সদস্যদের জন্য শখ কিংবা ব্যক্তিগত ইমেজ তৈরির পেশা হিসেবে চিহ্নিত থাকলেও সংবাদ পাঠ ও উপস্থাপনা দিন দিন পরিপূর্ণ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে। বিশেষ করে নিত্যনতুন বেসরকারি টিভি ও এফএম রেডিও বৃদ্ধির কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য দরকার প্রচুর লোকবল। চ্যানেলগুলোর নিয়মিত সংবাদ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপস্থাপনার জন্য তরুণদের জন্য কাজের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। আজকাল অনেক চ্যানেলই ফুলটাইম সংবাদ পাঠক নিয়োগ দিচ্ছে। শিক্ষিত, স্মার্ট ও মেধাবী তরুণদের জন্য তাই তৈরি হচ্ছে কাজের ক্ষেত্র। এ পদে আর্থিক সুযোগ সুবিধাও বেশ ভালো। শুরুতে ১৫-১৬ হাজার শুরু হলেও কোনো কোনো সিনিয়র সংবাদ পাঠক ৪০-৪৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পান। এছাড়া পার্টটাইম হিসেবে সংবাদ পাঠক হওয়ারও সুযোগ রয়েছে। পার্টটাইম সংবাদ পাঠকদের শিডিউল ভিত্তিক পেমেন্ট করা হয়।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনা এখনো পুরোপুরি পেশা হিসেবে স্বীকৃত না হলেও এটি নান্দনিক একটি শিল্প হিসেবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। সংবাদ পাঠকের মতোই সামাজিকভাবেও এই কাজটি খুব মর্যাদাপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। টিভি চ্যানেলগুলোর প্রতিদিনের অসংখ্য অনুষ্ঠান উপস্থাপনার জন্য দরকার প্রচুর কর্মী। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো সেই পরিমাণ যোগ্য উপস্থাপক না থাকায় সঙ্কটে ভুগছে এসব প্রতিষ্ঠান। তাই মেধাবী ও আগ্রহীদের জন্য এই পেশায় সফল হওয়ার জন্য রয়েছে অপার সুযোগ। এ দুটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য নিমকোসহ উল্লেখিত সাংবাদিকতার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আলাদা কোর্স পরিচালনা করে থাকে। ৪ থেকে ৬ সপ্তাহব্যাপী এসব কোর্সের ফি ৪ থেকে ৬ হাজার টাকার মধ্যে।

কিছু যোগ্যতা আবশ্যক : যে কোনো পেশায় যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা জরুরি। টিভি নিউজ রিপোর্টার, সংবাদ পাঠক কিংবা উপস্থাপক হওয়ার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি কিছু অতিরিক্ত ব্যক্তিগত দক্ষতা থাকা আবশ্যক। এর মধ্যে প্রথমেই আসে স্মার্টনেস ও সুন্দর বাচনভঙ্গি। বিশেষ করে আজকাল সব প্রতিষ্ঠান এসব পদে লোক নিয়োগের জন্য প্রথমত স্মার্ট ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারার লোকদের অগ্রাধিকার দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুদর্শনরাও এই সুবিধা ভোগ করে। এরই সঙ্গে সুন্দর বাচনভঙ্গি, স্পষ্ট, শুদ্ধ ও জোরালো উচ্চারণ, উপস্থিত বুদ্ধি, সমসাময়িক বিষয়ের ওপর সাধারণ জ্ঞান থাকা অতি জরুরি। একজন রিপোর্টার, সংবাদ পাঠক কিংবা উপস্থাপকের মাধ্যমে দর্শকরা ওই চ্যানেল সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। তাই একটি চ্যানেলের প্রতিনিধিত্বকারীকে অবশ্যই দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা চাই। আবৃত্তি বা অভিনয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে তা এই পেশায় কাজে লাগতে পারে। ■